সমকাল
৩০/০৪/২০১৫

এনবিআরের সঙ্গে প্রাক-বাজেট আলোচনায় বুধবার পোশাক খাতের দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ নেতারা ■ সমকাল

# গার্মেন্টপল্লীতে কর অব্যাহতি চান রফতানিকারকরা

■ সমকাল প্রতিবেদক

মুন্সীগঞ্জের গার্মেন্টপল্লীতে কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে নির্মাণ সামগ্রী আমদানিতে শুল্ক, ভ্যাট ও অগ্রিম আয়করসহ অন্য সব কর অব্যাহতি চেয়েছে তৈরি পোশাক খাতের উৎপাদক ও রফতানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ। এ ছাড়া রফতানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য হ্রাসকৃত হারে করারোপের মেয়াদ আরও ৫ বছর বাড়ানোসহ ২৩ দফা দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি। এ ছাড়া উৎসে কর কর্তনের বর্তমানের দশমিক ৩০ শতাংশ আরও পাঁচ বছর বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে পোশাক খাতের দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ।

বুধবার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সম্মেলন কক্ষে প্রাক-বাজেট আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে আগামী বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করতে এসব প্রস্তাব দেন পোশাক রফতানিকারকরা। পোশাক খাতের দুই সংগঠনের বাইরে বাংলাদেশ গার্মেন্টস এক্সেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএপিএমইএ) নেতারা আলোচনায় অংশ নিয়ে এক গুচ্ছ প্রস্তাব দেন। এনবিআরের জ্যেষ্ঠ সদস্য ফরিদ উদ্দিনের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএ সভাপতি আতিকুল ইসলাম, বিকেএমইএর প্রথম সহসভাপতি আসলাম সানি, এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি সালাম মুর্শেদী এবং বিজিএপিএমইএর সভাপতি রাফেজ আলম চৌধুরী।

বিজিএমইএর পক্ষ থেকে বলা হয়, মুন্সীগঞ্জের বাউশিয়ায় ৫৩১ একর জমির ওপর গার্মেন্টপল্লী স্থাপন করা

হচ্ছে। সেখানে কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে নির্মাণ সামগ্রী আমদানিতে শুল্ক, ভ্যাট ও অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহার করতে হবে। একই সঙ্গে কমপ্লায়েন্ট ও গ্রিন কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রেও একই সুবিধা চেয়েছে সংগঠনটি।

বিজিএমইএ সভাপতি আতিকুল ইসলাম বলেন, রানা প্লাজা ধসের পর ক্রেতাদের চাহিদা মোতাবেক একটি ওয়েবসাইট করা হয়েছে। ফেয়ার ফ্যাক্টরি ক্লিয়ারিং হাউস (এফএফসি) নামের এ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ২২০টি ব্র্যান্ডের ক্রেতারা বিদেশে বসেই বিজিএমইএভুক্ত ১ হাজার ৭০০ ফ্যাক্টরির আপডেট দেখতে পারেন। ফলে কমপ্লায়েন্ট ফ্যাক্টরি ছাড়া আর কেউ ব্যবসা করতে পারবে না। এ অবস্থায় কারখানাগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে বাজেটে প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং ও ইটিপি স্থাপনে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার দাবি জানান তিনি।

বিজিএমইএ বলেছে, ২০১০ সালের পর থেকে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও অন্যান্য ব্যয় ১৫ শতাংশ বেড়েছে। এর ওপর শ্রমিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে অধিকাংশ পোশাক কারখানায় প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। তাই কোম্পানি হারে কর দিলে কারখানার সক্ষমতা কমবে। এ কারণে ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত তারা আয়করে ১০ শতাংশ ছাড় চান।

অন্যদিকে বিজিএমইএর মতো উৎসে কর কর্তনের হ্রাসকৃত হার অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছে পোশাক খাতের আরেক সংগঠন বিকেএমইএ। আগামী ৫ বছরের জন্য রফতানির বিপরীতে উৎসে করহার দশমিক ৩০ শতাংশ বহাল রাখার প্রস্তাব দিয়েছে তারা। এ ছাড়া পোশাক শিল্পে ব্যবহৃত গ্যাস, পানি ও বিদ্যুতের ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।